# বার্ষিক প্রতিবেদন

(জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২০)

Endeavour Education Excelence

# সূচিপত্র


| বিবরণ | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| বক্তব্য | ০৩ |
| অধ্যায়- ০১ঃ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন | ০৯ |
| অধ্যায়- ০২ঃ ইন্সটিটিউট এর পরিচিতি | ২৩ |
| অধ্যায়- ০৩ঃ তথ্যচিত্রে ২০১৯-২০ | ৩১ |
| অধ্যায়- ০৪ঃ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন | ৫৮ |

# বক্তব্য

# চেয়ারম্যান

দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে একটি শক্তিশালী, কার্যকর এবং গতিশীল পুঁজিবাজার প্রয়োজন। পুঁজিবাজারের উৎকর্ষ সাধন ও সার্বিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের শিক্ষা ও গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে পুঁজিবাজারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উন্নয়ন-সহায়ক পুঁজিবাজারের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের জ্ঞান-নির্ভর শিক্ষা, বিনিয়োগের সক্ষমতা ও দক্ষতা থাকা। তাই বিনিয়োগকারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রায়োগিক দক্ষতা এবং পেশাগত উৎকর্ষ সাধনকল্পে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে দিনব্যাপী ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন মেয়াদী সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য পুঁজিবাজারের পেশাজীবীদের জন্য এক বছর মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য। বিআইসিএম ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম ও ১৮টি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম সম্পন্ন করেছে এবং পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের আওতায় সান্ধ্যকালীন ১২তম, ১৩তম ও ১৪তম ব্যাচ এবং দিবাকালীন ৩য় ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি ইনস্টিটিউট সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বিশেষায়িত কর্মশালার আয়োজন করেছে। পুঁজিবাজারের উপর বিশেষায়িত মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েশনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, ২০২১ সালে প্রথম দিকে উক্ত প্রোগ্রাম শুরু করা যাবে। সরকারের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় কয়েকটি গবেষণা কর্ম চালু রয়েছে। বড় পরিসরে ইন্সটিটিউটের কর্মপরিধি বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট জমি চাওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) পুঁজিবাজার সম্পর্কিত আইনসমূহের সংস্কার এবং নবউদ্ভাবিত আর্থিক ইন্সট্রুমেন্টসমুহ প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ইতোমধ্যে দেশীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগাকারীদের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়েছে। ইতোমধ্যে, ইনস্টিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), পরিচালক (স্টাডিজ), কোম্পানি সচিবসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পিএইচডি করার নিমিত্তে ০১ জন এবং মাস্টার্স করার জন্য ০১ জন শিক্ষক বিদেশে রয়েছেন। এ ছাড়াও শিক্ষকসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহের নিয়োগপ্রক্রিয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন হবে।

ইনস্টিটিউটের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যগণের প্রত্যক্ষ ভূমিকা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তাঁদের সুবিবেচনাপ্রসূত নির্দেশনা ও সুপারিশ ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যসমূহ অধিকতর ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের পথে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

আমার বিশ্বাস, পুঁজিবাজারের যথাযথ জ্ঞান ও গবেষণাই পারে পুঁজিবাজারকে তার কাঙ্ক্ষিত উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে। ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে বিনিয়োগ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে কার্যকরী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে। পরিশেষে, পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যগণকে তাদের অবদান এবং ভূমিকার জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। একই সাথে সরকার, বিআইসিএম প্রশাসন ও পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

# নির্বাহী প্রেসিডেন্ট

আধুনিক অর্থব্যবস্থার পরিক্রমায় একটি শক্তিশালী, কার্যকর এবং গতিশীল পুঁজিবাজার অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর জন্য সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি চালিকাশক্তি। ক্রমধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপক অর্থে মানবিক উন্নয়নেরই পূর্বশর্ত। সুতরাং, এই সামগ্রিক উন্নয়ন-সহায়তার নিয়ামক পুঁজিবাজারের মূল ভিত্তি হচ্ছে বিনিয়োগকারীদের জ্ঞানগত দক্ষতা ও বিনিয়োগ সক্ষমতা। বিআইসিএম সেই দক্ষতা ও সক্ষমতার বিকাশে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে লাখো শহীদের আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আর বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশসমূহের কাতারে উন্নীত করবার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রায়োগিক গবেষণার প্রসারকল্পে বিআইসিএম কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, আর্থিকবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের নির্দেশনায় ইন্সটিটিউট তার কাঙ্ক্ষিত  লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

ইন্সটিটিউট ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ পরিচালনার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের সার্বিক পারদর্শিতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মশালা, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রকাশনার মাধ্যমে ইন্সটিটিউট ক্রমেই নিজের কর্মপরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করছে। ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীগণের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বৈদেশিক স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ তৈরীর মধ্য দিয়ে ইন্সটিটিউট তার কর্মপরিধিকে আরো সম্প্রসারিত করেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার প্রত্যয়ে বিনিয়োগ শিক্ষা কার্যক্রমের বিবিধ পর্যায়ে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে গুরুত্ব এবং দেশব্যাপী দূরশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচারের নিমিত্তে ইন্সটিটিউট সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেবার উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং সেবা সহজীকরণে সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং সরকার নির্দেশিত কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত উদ্ভাবন উদ্যোগে সক্রিয় অংশগ্রহণ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের পরিপালন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং উন্নত নাগরিক সেবাদানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রেও ইনস্টিটিউট প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করছে। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগত ও কাঠামোগত মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সরকার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সংশ্লিষ্ট সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতায় ইন্সটিটিউটের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত থাকবে এবং পুঁজিবাজারের শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে এটি অদূর ভবিষ্যতে একটি উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে সমাদৃত হবে।

ইনস্টিটিউট কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে পালনে সহায়তার জন্য সরকার, পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ এবং সহকর্মীগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Mahmuda Akter

অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার
নির্বাহী প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

# অধ্যায়ঃ এক

# পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন

# পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

**সম্মানিত সদস্যবৃন্দ,**

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) এর পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং ইন্সটিটিউটের ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের পরিচালকগণের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করছি।

**ভুমিকাঃ**

বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা আনয়ন ও তা বজায় রাখতে একটি প্রতিযোগিতামূলক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার এর বিকল্প নেই। আর এমনই একটি কার্যকর ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরির এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রায়োগিক দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বিআইসিএম।

বিআইসিএম কর্তৃক পরিচালিত ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম, বিভিন্ন মেয়াদী সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম এবং বিদ্যমান ও সম্ভাব্য পেশাজীবীদের জন্য এক বছর মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রাম একদিকে যেমন বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে; অন্যদিকে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আর্থিকবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিজ্ঞ এবং শীর্ষস্থানীয় ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত পরিচালনা পর্ষদের প্রাজ্ঞ নির্দেশনায় ইন্সটিটিউট তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হচ্ছে এবং একটি গতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে অগ্রসর ভূমিকা রাখার ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করেছে।

কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ইন্সটিটিউটের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কিছুকাল স্থগিত থাকলেও মে, ২০২০ থেকে সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। বিশেষ করে ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রামে ঢাকার বাইরে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

## পরিচালন কার্যক্রমঃ

আলোচ্য অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী ইন্সটিটিউট তার লক্ষ্য অর্জনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সক্ষম হয়েছে। কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছু কার্যক্রম সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। তবে সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালিত হচ্ছে। ইনস্টিটিউটের সদস্যবৃন্দের অবগতির জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালিত কার্যক্রম, সামগ্রিক আয়-ব্যয় ও অন্যান্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হলোঃ

### ক. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

বিআইসিএম এর চলমান কার্যক্রম এর মধ্যে এক বছর মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) প্রোগ্রাম এর পাশাপাশি দিনব্যাপী ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম এবং স্বল্প মেয়াদী সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের আয়োজন করছে। ইনস্টিটিউট ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৫৫৩ জনকে এবং ১৮টি সার্টিফিকেট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৪৪৬ জনকে প্রশিক্ষিত করেছে। উল্লিখিত সময়ে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ১২তম, ১৩তম, ও ১৪তম ব্যাচ এবং দিবা ৩য় ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

#### (১) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম (পিজিডিসিএম):

ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পুঁজিবাজারের উপর ৩৬ ক্রেডিট বিশিষ্ট এক বছর মেয়াদী ফ্ল্যাগশীপ প্রোগ্রাম "পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম)" পরিচালনা করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রোগ্রামের অধীনে সান্ধ্যকালীন ১২তম, ১৩তম, ও ১৪তম ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সান্ধ্যাকালীন ব্যাচের পাশাপাশি পিজিডিসিএম (দিবা) ৩য় ব্যাচের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। জুন, ২০২০ পর্যন্ত এই প্রোগ্রামের ১৭টি ব্যাচে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৭৫।

### (২) ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও অনুকূল বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

ইনস্টিটিউট এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী যারা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকে নিরাপদ করতে চান তাদেরকে এবং পুঁজিবাজার সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষিত করে থাকে।

ইনস্টিটিউট তার অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পুঁজিবাজারের উপর মৌলিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে সপ্তাহের প্রতি শনিবার নিজ ভেন্যুতে দিনব্যাপী বিনামূল্যে "ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম" পরিচালনা করছে।

উক্ত প্রোগ্রামে সারাদেশ থেকে আগ্রহী বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগকারীগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ পুঁজিবাজার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন, যা তাদেরকে পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিষয়ে আরো জ্ঞানার্জন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে আগ্রহী করে তোলে। এ ছাড়াও ইনস্টিটিউট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দিনব্যাপী এই প্রোগ্রামটি পরিচালনা করছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৫৫৩ জন বর্তমান ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ প্রোগ্রামের গত সাত বছরের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ১- ইনভেস্টরস এডুকেশন প্রোগ্রাম ট্রেন্ড

| বিবরণ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম (সংখ্যা) | ২৫ | ৪৬ | ৪৪ | ৪৬ | ৪৮ | ৫০ | ৫০ |
| অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | ১,১০৭ | ১,২৮১ | ১,২৬৮ | ১,৬২৮ | ১,৬৩৫ | ১,৪৩৫ | ১,৫৫৩ |

### (৩) সার্টিফিকেট কোর্সেসঃ

ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী, পেশাজীবী এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেয়াদী পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করছে। ইনস্টিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের মধ্যে সিকিউরিটিজ ল'জ অব বাংলাদেশ; ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এনালাইসিস; ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস; ক্যাপিটাল রেইজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রাইমারী মার্কেট; ইনভেস্টমেন্ট এ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিকিউরিটিজ ভ্যালুয়েশন; বেসিক টেকনিক্যাল এনালাইসিস; ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট; ইসলামিক ফাইন্যান্স; ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুয়িটি ভ্যালুয়েশন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ বছরই প্রথম ইসলামিক ফাইন্যান্স এর ওপর ৫-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ-এর আয়োজন করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট ১৮টি সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে ৪৪৬ জন পেশাজীবীকে প্রশিক্ষিত করেছে, যার তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ২ – সার্টিফিকেট কোর্সেসঃ ২০১৯-২০

| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি | তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এ্যানালাইসিস | ০৫ দিনব্যাপী (মোট ১৫ ঘন্টা) | ২৫-২৯ আগস্ট, ২০১৯ | ১০ |
| ২. | বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস | ০৩ দিনব্যাপী (মোট ০৯ ঘন্টা) | ২৫-২৮ আগস্ট ২০১৯ | ২৭ |
| ৩. | ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এ্যানালাইসিস (চট্টগ্রাম) | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ৪০ |
| ৪. | ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (চট্টগ্রাম) | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ২২ |
| ৫. | একাউন্টিং স্টান্ডার্ডস (আইএএস/ আইএফআরএস) | ১০ দিনব্যাপী (মোট ৩০ ঘন্টা) | ১৫ – ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ১৭ |
| ৬. | ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট (রাজশাহী) | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ | ৩৭ |
| ৭. | সিকিউরিটিজ লজ অব বাংলাদেশ | ১০ দিনব্যাপী (মোট ৩০ ঘন্টা) | ২৯ সেপ্টেম্বর-১০ অক্টোবর, ২০১৯ | ২১ |

| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি | তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ৮. | ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এ্যানালাইসিস | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ১৯ অক্টোবর, ২০১৯ | ২৭ |
| ৯. | ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুয়িটি ভ্যালুয়েশন | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ | ১৭ |
| ১০. | বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ১৬ নভেম্বর, ২০১৯ | ২৯ |
| ১১. | ফান্ডামেন্টালস অব পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ২৩ নভেম্বর, ২০১৯ | ২৫ |
| ১২. | একাউন্টিং স্টান্ডার্ডস (আইএএস/ আইএফআরএস) | ১০ দিনব্যাপী (মোট ৩০ ঘন্টা) | ২৪ নভেম্বর-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ | ১৮ |
| ১৩. | ফান্ডামেন্টালস অব ইক্যুয়িটি ভ্যালুয়েশন (সিলেট) | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ৩০ নভেম্বর, ২০১৯ | ৫২ |
| ১৪. | একাউন্টিং স্টান্ডার্ডস (আইএএস/ আইএফআরএস) | ১০ দিনব্যাপী (মোট ৩০ ঘন্টা) | ১৯ -৩০ জানুয়ারী, ২০২০ | ১৮ |
| ১৫. | বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস | ০৩ দিনব্যাপী | ১৯ -২১ জানুয়ারী, ২০২০ | ১০ |
| ১৬. | ইসলামিক ফাইন্যান্স | ০৫ দিনব্যাপী (মোট ১৫ ঘন্টা) | ০৯-১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ | ১৭ |
| ১৭. | ক্যাপিটাল রেইজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ইন প্রাইমারী মার্কেট | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ | ২১ |
| ১৮. | সিকিউরিটিজ ভ্যালুয়েশন | ০১ দিন (দিনব্যাপী) | ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০২০ | ৩৮ |
| | | | মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | ৪৪৬ |

চলতি অর্থবছরসহ ছয় বছরে ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সসমূহের একটি তুলনামূলক চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৩ – সার্টিফিকেট কোর্সেস ট্রেন্ড

| বিবরণ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সার্টিফিকেট ট্রেনিং প্রোগ্রামের সংখ্যা | ১২ | ১২ | ১৬ | ১৪ | ১৮ | ১৮ |
| প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা | ২৪০ | ১৭৯ | ৩৫১ | ২৯২ | ৪৭৯ | ৪৪৬ |

### (৪) বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনঃ

বিশ্ব বিনিয়োগকারী সপ্তাহ ২০১৯ উপলক্ষ্যে "ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি" বিষয়ক একটি দিনব্যাপী প্রোগ্রাম ০৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে বিআইসিএম এর অনুষদ সদস্য, শিক্ষার্থী, বিনিয়োগকারী ও পুজিঁবাজার বিষয়ে আগ্রহীসহ মোট ৭১ জন অংশগ্রহন করেন।

### (৫) ওয়ার্কশপ ও সেমিনারঃ

ইন্সটিটিউট কর্তৃক পরিচালিত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট (পিজিডিসিএম) এর শিক্ষার্থীদের কন্টিনিউয়িং প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) এর আওতায় সেক্টরের সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়কে সামনে রেখে ইন্সটিটিউট ওয়ার্কশপ ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।
২০১৯-২০ অর্থবছরে ইন্সটিটিউট পাঁচটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করেছে যাতে মোট ২৪০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপ ও সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৪ - ওয়ার্কশপঃ ২০১৯-২০

| ক্রমিক নং | ওয়ার্কশপের নাম | তারিখ | অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ০১ | বেসিক টেকনিক্যাল এনালাইসিস | ১২ অক্টোবর, ২০১৯ | ২৭ |
| ০২ | ইসলামিক ফাইন্যান্স | ২৭ অক্টোবর, ২০১৯ | ৩৫ |
| ০৩ | বেসিক টেকনিক্যাল এ্যানালাইসিস | ৩০ নভেম্বর , ২০১৯ | ২৯ |
| ০৪ | ইসলামিক ফাইন্যান্স | ১৪ ডিসেম্বর,, ২০১৯ | ১৮ |
| ০৫ | বাংলাদেশ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সামিট ২০২০ | ০৯ মার্চ, ২০২০ | ১৩১ |
| | | মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা | ২৪০ |

### (৬) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ ওয়ার্কশপ/ প্রশিক্ষণঃ

ইনস্টিটিউট নিয়মিত প্রোগ্রাম আয়োজনের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে গত ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইস্টান ইউনিভার্সিটি, ১৯ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনির্ভাসিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজি, কুমিল্লা ও ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নিউ মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের নিয়ে "ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটাল মার্কেট" শীর্ষক বিশেষ দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও রাজশাহীতে অবস্থিত বরেন্দ্র ইউনিভার্সিটি এবং সিলেটে অবস্থিত লিডিং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে দু'টি বিশেষায়িত সার্টিফিকেট কোর্সের আয়োজন করা হয়।

### (৭) ইন-হাউস প্রশিক্ষণঃ

ইনস্টিটিউট নিজস্ব মানব সম্পদের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়নে বরাবরের মতো এ অর্থবছরেও বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। এর মধ্যে বাজেট প্রণয়ন ও প্রয়োগ; উচ্চ রক্তচাপের কারণ, উপসর্গ, করণীয় ও চিকিৎসা; মানব জীবনে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং বাস্তবায়ন; মুজিব বর্ষ ২০২০ সামনে রেখে পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ; গণকর্মচারি শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ও সরকারি কর্মচারী (নিয়মিত উপস্থিতি) বিধিমালা, ২০১৯; ধূমপানের ক্ষতিকর প্রভাব এবং ধূমপান হতে মুক্তির উপায়; করোনা ভাইরাস ডিজিজ-১৯ (COVID-19) সংক্রমন প্রতিরোধে করণীয়; করোনাভাইরাস: কোভিড-১৯ রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা ও সুরক্ষার উপায়; কোভিড-১৯: প্রতিরোধ ও প্রতিকার নির্দেশিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

## খ. ইনস্টিটিউটের সংক্ষিপ্ত আর্থিক বিবরণীঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরসহ ছয় বছরের পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

টেবিল ৬ -পরিচালনা ও আর্থিক বিবরণীর সারসংক্ষেপ (টাকা হাজারে)

| বিবরণ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সরকার থেকে প্রাপ্ত তহবিল | ৭০,৪০০ | ৭৯,৮৬৫ | ১,০৫,১৫০ | ১,১৫,০০০ | ১,০৩,০০০ | ৯৪,০৭৯ |
| পরিচালন আয় | ৩,৭৯৪ | ১,৯৫৮ | ৩,৬৭৮ | ৩,৯৫০ | ৩,৮০৪ | ২,১০৪ |
| নীট সম্পদ | ২২০,৩৭৬ | ২৪৮,১০৮ | ২৭৫,৭১৬ | ৩,২৫,৮৯৮ | ৩,৫২,৯০৫ | ৩,৭২,৭৯৮ |
| মোট সম্পদ | ২২৩,৫৩৯ | ২৫১,৪৩২ | ২৮১,১৩৬ | ৩,২৯,৪৫৩ | ৩,৫৫,২২৭ | ৪,৩৭,০৫৪ |
| মোট চলতি সম্পদ | ১৬৬,২১২ | ১৯৪,১৮২ | ২২৬,৩৭৮ | ২,৭৬,০৪১ | ২,৮৩,৯২৮ | ৩,০৩,৮৩৬ |
| মোট চলতি দায় | ৩১,৬৩৪ | ৩,৩২৪ | ৫,৪২০ | ৩,৫৫৫ | ২,৩৩২ | ১৬,৩২১ |

### (১) ইনস্টিটিউটের ব্যয়ঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ৯ কোটি ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা থেকে ইনস্টিটিউট বিভিন্ন খাতে ব্যয় করেছে। ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য খাতসমূহ হলোঃ বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৪,২৩,৫৮,৩৫৯ টাকা, অফিস ভাড়া বাবদ ১,৩৮,০১,৬৭০ টাকা, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বাবদ ৯,৮১,০০০ টাকা, রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় ৩০,৪৯,৩০৬ টাকা, কম্পিউটার ও সফটওয়্যার ক্রয় বাবদ ২,৯০,০০০ টাকা এবং কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয় বাবদ ৯,৬৭,০৮৬ টাকা।

### (২) ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স থেকে আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৮টি সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করেছে। উক্ত অর্থবছরে পিজিডিসিএম প্রোগ্রামের ০৪টি ব্যাচে শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। সার্টিফিকেট কোর্স এবং পিজিডিসিএম প্রোগ্রাম হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে অর্জিত আয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৭ - ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স থেকে আয়

| ক্রমিক নং | প্রোগ্রামের নাম | প্রোগ্রাম | আয় (টাকা) |
|---|---|---|---|
| ০১ | সার্টিফিকেট কোর্স | ১৮টি | ৭,৪৩,০০০ |
| ০২ | পিজিডিসিএম | ৪ টি | ১৩,৬০,৮০২ |

### (৩) ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকঃ

বর্তমান নিরীক্ষক, এ. কাশেম অ্যান্ড কো., চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস, গুলশান পিংক সিটি, স্যুইট- ০১-০৩, লেভেল-৭, প্লট-১৫, রোড-১০৩, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২ কে ইনস্টিটিউটের বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল, যারা ৩০ জুন ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য নিরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

## গ. ইনস্টিটিউটের জনবলঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরসহ সাত বছরে ইনস্টিটিউটে কর্মরত কর্মচারীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৮ – ইনস্টিটিউটের জনবল কাঠামো

| বিবরণ | ২০১৩-১৪ | ২০১৪-১৫ | ২০১৫-১৬ | ২০১৬-১৭ | ২০১৭-১৮ | ২০১৮-১৯ | ২০১৯-২০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| উর্ধ্বতন কর্মকর্তা | ২ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১ | ০ |
| অনুষদ সদস্য | ০ | ৬ | ৫ | ৫ | ৭ | ১১ | ১২ |
| কর্মকর্তা | ৭ | ৮ | ১৯ | ১৪ | ১৫ | ১৯ | ১৭ |
| সহায়ক কর্মচারী | ২২ | ২২ | ২৮ | ২৮ | ২৮ | ৩৪ | ৩৪ |
| মোট | ৩১ | ৩৮ | ৫৪ | ৪৮ | ৫১ | ৬৫ | ৬৩ |

## ঘ. পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের ৬৭তম থেকে ৭৪তম, মোট ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে নীতিগত নির্দেশনা দিয়ে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। পরিচালনা পর্ষদ সভায় সদস্যগণের উপস্থিতির তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

টেবিল ৯ – ২০১৯-২০ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের পরিচালনা পর্ষদ সভা

| ক্রমিক নং | সভা নং | সভার তারিখ | উপস্থিত পরিচালকের সংখ্যা | অনুপস্থিত পরিচালকের সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ৬৭তম | ১৭ সেপ্টম্বর ২০১৯ | ১৩ জন | ৩ জন |
| ২। | ৬৮তম | ৯ অক্টোবর ২০১৯ | ১৫ জন | ১ জন |
| ৩। | ৬৯তম | ১৬ অক্টোবর ২০১৯ | ১৪ জন | ২ জন |
| ৪। | ৭০তম | ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ | ১৫ জন | ১ জন |
| ৫। | ৭১তম | ২৭ জানুয়ারি ২০২০ | ১৩ জন | ৩ জন |
| ৬। | ৭২তম | ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০ | ১২ জন | ৪ জন |
| ৭। | ৭৩তম | ০৯ জুন ২০২০ | ১২ জন | ৪ জন |
| ৮। | ৭৪তম | ২৫ জুন ২০২০ | ১৩ জন | ৩ জন |

## ঙ. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনাঃ

পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এডভান্সড কোর্স চালু করা এবং অধিকসংখ্যক ও সারাদেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করার লক্ষ্যে কোর্সসমূহ অনলাইনে পরিচালিত করা; 'বন্ড' এবং 'সুকুক' এর ওপর বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান কাঠামো ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া; ইন্সটিউটের গবেষণা কার্যক্রম জোরদার ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'রিসার্চ উইং' প্রতিষ্ঠা করা এবং ইন্সটিটিউটের নিজস্ব জার্নাল প্রকাশের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়াও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অধিভুক্তি সাপেক্ষে বিশেষায়িত স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম চালু করার ব্যাপারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## চ. উপসংহারঃ

একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অন্যতম সহায়ক খাত। আর সেজন্য প্রয়োজন পুঁজিবাজারে প্রশিক্ষিত ও সচেতন বিনিয়োগকারী, পুজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষিত জনবল এবং সুশাসন। আর এসকল ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বিআইসিএম। বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন আর্থিক পণ্যে বিনিয়োগ উপযুক্ততা এবং বিনিয়োগের সুযোগ মূল্যায়নে এবং সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন বিনিয়োগ মাধ্যমের ব্যাপারে জ্ঞান বিকাশে বিআইসিএম এর বিভিন্ন কার্যক্রম বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিআইসিএম তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রকাশনা এবং অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইন্সটিটিউটকে আকুন্ঠ এবং অব্যাহত সহায়তার জন্য পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে, আমি বিআইসিএম এর পরিচালকবৃন্দ এবং সকল কর্মচারী, যাদের নিষ্ঠা, পেশাগত উৎকর্ষতা এবং প্রচেষ্টায় ইন্সটিটিউট আগামীতে আরও সুউচ্চ ও সমুন্নত পর্যায়ে পৌঁছাবে, তাদের ধন্যবাদ জানাই। সেইসাথে ইন্সটিটিউটের সকল অংশীজনদের অর্থবহ অংশগ্রহণের জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট

# অধ্যায়ঃ দুই

# ইনস্টিটিউট এর পরিচিতি

## ইনস্টিটিউটের পরিচিতি ও কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) স্থাপিত হয়েছে। উল্লিখিত লক্ষ্য পূরণে পুঁজিবাজারের সাধারণ বিনিয়োগকারী, বাজার মধ্যস্থতাকারী এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান প্রসারের জন্য সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত বিআইসিএম কাজ করছে। বিআইসিএম ২৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ০৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত কর্তৃক ইনস্টিটিউটের একাডেমিক কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

## লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশে একটি দক্ষ, স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক এবং সমৃদ্ধ পুঁজিবাজার গঠনে প্রয়োজনীয় পেশাগত উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানের তফাৎ পূরণ।

## চলমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ

- ❖ পুঁজিবাজারের উপর গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের জন্য বিনামূল্যে দিনব্যাপী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ শীর্ষক শিক্ষা কর্মসূচি (ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রাম);
- ❖ বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য বিভিন্ন প্রায়োগিক বিষয়সমূহের উপর সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম;
- ❖ পুঁজিবাজারের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পেশাজীবীদের জন্য একবছর মেয়াদী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ক্যাপিটাল মার্কেট প্রোগ্রাম;
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজার এর সম্পৃক্ত বিষয়সমূহের উপর কাস্টমাইজড প্রোগ্রাম;
- ❖ পুঁজিবাজার ও আর্থিক বাজারের সমসাময়িক বিষয়াবলীর উপর ওয়ার্কশপ ও সেমিনার;
- ❖ পুঁজিবাজারের উপর বিশেষায়িত মাস্টার্স ডিগ্রী (প্রস্তাবিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অধিভুক্তি প্রাপ্তির পর শুরু হবে) ইত্যাদি।

## পরিচালনা পর্ষদঃ

বিআইসিএম এর পরিচালনা পর্ষদে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগ, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব

বাংলাদেশ, ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ - এর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং পেশাগত শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্সটিটিউটকে একটি অনন্য সাধারণ প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে পরিচালনা পর্ষদ কাজ করে যাচ্ছে।

## ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদঃ

### চেয়ারম্যান

**অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম**
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

## পরিচালকবৃন্দ

| | |
|---|---|
| | **জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>চেয়ারম্যান, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড |
| | **জনাব রমেন্দ্র নাথ বিশ্বাস**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |
| | **জনাব খোন্দকার কামালউজ্জামান**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন |
| | **ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>কমিশনার, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন |
| | **জনাব আসিফ ইব্রাহীম**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড |

| | |
|---|---|
| | **অধ্যাপক শাব্বির আহমদ**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>অধ্যাপক, ফিন্যান্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| | **জনাব রুখসানা হাসিন**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>যুগ্মসচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |
| | **জনাব মোঃ আবুল হোসেন**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ |
| | **জনাব আজম জে. চৌধুরী**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পাবলিকলি লিস্টেড কোম্পানিজ |
| | **জনাব শুভ্র কান্তি চৌধুরী, এফসিএ**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড |

| | |
|---|---|
| | **জনাব মুহাম্মদ ফারুক, এফসিএ**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ |
| | **জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন আকন্দ, এফসিএমএ**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউট অব কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট<br>অ্যাকাউনট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ |
| 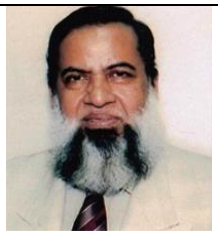 | **জনাব মোজাফফর আহমেদ, এফসিএমএ, এফসিএস**<br>পরিচালক-বিআইসিএম<br>প্রেসিডেন্ট, ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ্ অব বাংলাদেশ |
| | **অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার**<br>পরিচালক (এক্স-অফিসিও)<br>নির্বাহী প্রেসিডেন্ট<br>বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট |

| | |
|---|---|
| | **জনাব এ এস এম সায়েম, এফসিএস**<br>কোম্পানি সচিব<br>বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট |

## নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসেবে অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তারের যোগদান

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের (বিআইসিএম) নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসেবে যোগদান করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার। গত ০৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেটের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম এর কাছে তিনি যোগদান পত্র জমা দেন ।

ড. আক্তার জাপানের সুকুবা ইউনিভার্সিটি থেকে ২০০০ সালে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ওপর পিএইচডি অর্জন করেন। এর আগে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ স্নাতকোত্তর করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং বিভাগ থেকে ১৯৮৭ সালে স্নাতক ও ১৯৮৮ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. আক্তার তাঁর গৌরবময় শিক্ষা জীবনে স্নাতক ও স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেনীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন এবং উভয় পরীক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের চারটি বিভাগের মধ্যে সম্মিলিতভাবে প্রথম স্থান অর্জন করায় তাঁকে ১৯৯৪ সালে চ্যান্সেলর পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়াও তিনি এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্য বিভাগ হতে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন।

প্রায় তিন দশকের ঈর্ষণীয় কর্মজীবনে ড. মাহমুদা আক্তার শিক্ষকতার পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স অব প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং (এমপিএ) প্রোগ্রাম এর পরিচালক, পুঁজিবাজারের কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য গঠিত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল (এফআরসি) এর কাউন্সিলর, বিডিবিএল ইনভেস্টমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ এর সদস্য, ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান, নর্থওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেডের পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান, আইসিএবির বিভিন্ন বোর্ডের সদস্য এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল ও ফাইন্যান্স কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

# অধ্যায়ঃ তিন

# তথ্যচিত্রে ২০১৯-২০

## নির্বাহী প্রেসিডেন্ট মহোদয়ের যোগদানঃ

বিআইসিএম এর নির্বাহী প্রেসিডেন্ট হিসেবে গত ০৩ আগস্ট ২০২০ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদা আক্তার যোগদান করেন। ০৪ আগস্ট ২০২০ তারিখে তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান – এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং সেখানে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন

## পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে পরিচালনা পর্ষদের মোট আটটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পর্ষদের সদস্যগণ সভায় উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনা দিয়ে ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন

## পরিচালনা পর্ষদ সভাঃ

পর্ষদ সভায় উপস্থিত পরিচালকবৃন্দ

## সার্টিফিকেট কোর্সঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাজার সংশ্লিষ্ট মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত পেশাজীবী এবং অন্যান্য অংশীজনদের জন্য ইনস্টিটিউট ১৮টি সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করেছে; যাতে মোট ৪৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন

## ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামঃ

ইনস্টিটিউট ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫০টি ইনভেস্টর'স এডুকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে ১,৫৫৩ জন সাধারণ ও সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীকে প্রশিক্ষিত করেছে

## বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ার্কশপঃ

ইনস্টিটিউট চলমান কর্মসূচির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ১৯ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, কুমিল্লা এর শিক্ষার্থীদের নিয়ে "ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটাল মার্কেট" শীর্ষক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়

## বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ার্কশপঃ

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে নিউ মডেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থীদের নিয়ে “ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটাল মার্কেট” শীর্ষক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়

## বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওয়ার্কশপঃ

ইনস্টিটিউট চলমান কর্মসূচির পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষায়িত ওয়ার্কশপ আয়োজন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে সিলেটে অবস্থিত লিডিং ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে "ইনভেস্টমেন্ট ইন ক্যাপিটাল মার্কেট" শীর্ষক বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়

## অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভাঃ

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটের অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে ইনস্টিটিউটের নির্বাহী প্রেসিডেন্ট (ভারপ্রাপ্ত), অনুষদ সদস্য ও শিক্ষাপ্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন

## আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুষ্ঠানঃ

গত ০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ইনস্টিটিউটের মাল্টিপারপাস হলে "সরকারি বার্ষিক কর্মসম্পাদন ও মূল্যায়ন ২০১৮-১৯ পর্যালোচনা" বিষয়ক সভার আয়োজন করে; বিআইসিএম ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে প্রথম স্থান অধিকার করে

## আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুষ্ঠানঃ

ইন্সটিটিউট নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে

গত ১৩ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে Business Finance for the Poor in Bangladesh-এর ৭ম পলিসি অ্যাডভাইজরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়

## আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুষ্ঠানঃ

গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটের মাল্টিপারপাস হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এসডিজি বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়

## বিএসইসির অনুষ্ঠানঃ

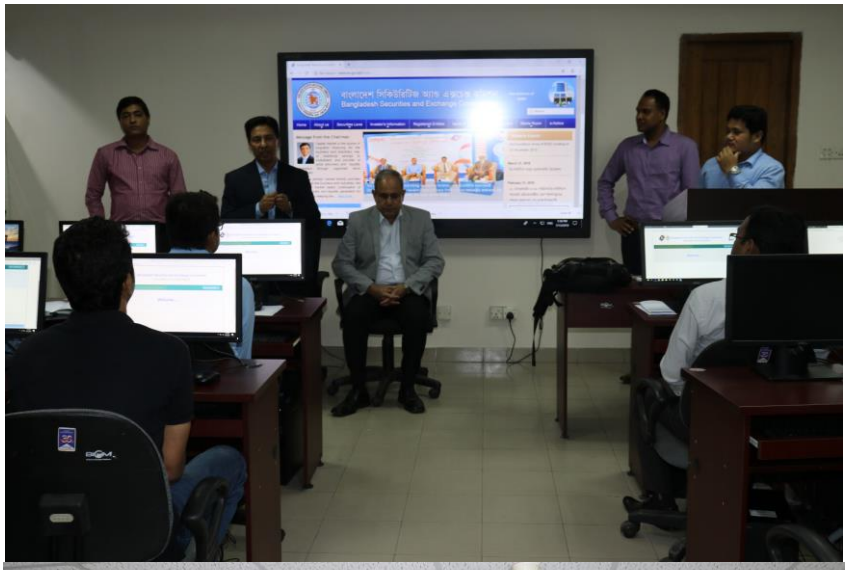

১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটের কম্পিউটার ল্যাবে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক আয়োজিত “Online submission of monthly reports of Merchant Bankers, Institutional Brokers and Asset Management Companies” শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

## স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানঃ

গত ০৩-০৮ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটের মাল্টিপারপাস হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এটুআই, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক “Digital Service Design Lab” - শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়

## ইন্সটিটিউটে আয়োজিত অন্যান্য কর্মসূচিসমূহঃ

### বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের তৎকালীন চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেন

## চেয়ারম্যান মহোদয়ের ইন্সটিটিউট পরিদর্শনঃ

গত ০২ জুন ২০২০ তারিখে ইন্সটিটিউটের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য জনাব খন্দকার কামালউজ্জামান ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করেন। এসময় তাঁদেরকে ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়

## জাতীয় শোক দিবস, ২০১৯ পালনঃ

১৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ইনস্টিটিউট ধানমন্ডি ৩২ নম্বর-এ অবস্থিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে এবং আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে

## মহান বিজয় দিবস, ২০১৯ উদযাপনঃ

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসে ইন্সটিটিউট জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে

## উদ্ভাবনী ধারণা প্রদর্শন বিষয়ক কর্মশালাঃ

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটে উদ্ভাবন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়

## বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

গত ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটে বাজেট ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়

## জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

## জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণঃ

গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ইন্সটিটিউটে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়

## শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ প্রদানঃ

গত ০৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে বিআইসিএম শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ প্রদান করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব রুখসানা হাসিন প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করেন

## বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনঃ

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সারাহ রিসোর্ট, গাজীপুর-এ ইনস্টিটিউটের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়

## ইন্সটিটিউটে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারিবৃন্দ

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট ২৪ জুলাই ২০০৮ তারিখে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে এখানে ৬৫ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারি কর্মরত আছেন

# শোক বার্তা

জনাব এস. এম. বায়েজিদ আমান, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট (বিআইসিএম) গত ১২ জুন ২০২০ তারিখ দুপুর ২.৫০ ঘটিকায় নভেল করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ২৯ বছর।

মরহুম আমান তার শিক্ষাজীবন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগ থেকে সম্পন্ন করে বিআইসিএম এ যোগদান করেন। প্রায় ৫ বছরের কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করেছেন। অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী মরহুম আমানের ছিল সহকর্মী ও সেবাগ্রহীতাদের সাথে সুসম্পর্ক।

মরহুম আমানের অকাল মৃত্যুতে বিআইসিএম পরিবার গভীলভাবে শোকাহত। ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে মরহুম আমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। একইসাথে এই অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

মরহুম আমান বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মীসহ অসংখ্য গুণগ্রহী রেখে গেছেন।

গত ২৫ জুন ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৭৪তম সভায় মরহুম আমানের মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়। পর্ষদ মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মৃতের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে।

# অধ্যায়ঃ চার

# নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনঃ ২০১৯-২০